তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৯

**পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে কাজ করছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) কারণে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখতে মাঠ প্রশাসন এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। সকল পণ্যের স্বাভাবিক চলাচল নিশ্চিত করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির সময়োপযোগী দিক নির্দেশনা এবং বাণিজ্য সচিব ড. মো. জাফর উদ্দীনের সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে সরকারি ছুটির সময়েও সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। বেসরকারি খাতকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাজার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ ও আমদানি-রপ্তানি বিষয়ে তথ্য সরবরাহের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোঃ আব্দুর রহিম খান (মোবা- ০১৭১১৩৬৮৪২৬), সিনিয়র সহকারী সচিব আশরাফুর রহমান-(মোবা. ০১৭১৬১৫৪০২০) এবং সহকারী বাণিজ্য পরামর্শক মোঃ জিয়াউর রহমান (মোবা-১০৭১২১৬৮৯১৭) দায়িত্ব পালন করছেন।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এবং ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সকল প্রকার ছুটি বাতিল করা হয়েছে।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বাজার অভিযান পরিচালনাসহ স্বাভাবিক দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা করছে। জরুরি সেবা প্রদানের জন্য এখানে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। মোবাবইল নম্বর ০১৮১৯৪০৪৭৩০ এবং ভোক্তা বাতায়ন নম্বর ১৬১২১।

ট্রেডিং করপোরেশন অভ্ বাংলাদেশ (টিসিবি) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত পণ্য বিক্রয়ের কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় চলমান রয়েছে। টিসিবির পণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার জন্য একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ চালু করা হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের টেলিফোন নম্বর ০২- ৫৫০১৩৪৪৭ বলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

#

বকসী/সেলিম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯২৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৮

**ঘরে বসে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান শিক্ষামন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বিশ্বব্যাপী নোবেল করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করায় পুরো বিশ্ব আজ প্রায় অচল। করোনার ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে আমাদের উচিত সচেতন হওয়া, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা এবং সমাজিক দূরত্ব বজায় রাখা। তিনি শিক্ষার্থীদের ঘরে বসে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত আমার ঘরে আমার স্কুল শিরোনামে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ক্লাসসমূহ মনোযোগ দিয়ে দেখা ও আত্মস্থ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রম যাতে ব্যাহত না হয় সেজন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় আজ থেকে সংসদ টেলিভিশনের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষ শ্রেণি শিক্ষকদের ক্লাসসমূহ ভিডিও ধারণ সম্প্রচার করা হচ্ছে। তিনি আজ রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক সভায় এসব কথা বলেন।

এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মোঃ মাহাবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক সৈয়দ গোলাম ফারুক প্রমুখ।

মন্ত্রী সকলকে বাসায় থাকা, সুস্থ থাকা ও নিরাপদে থাকার আহ্বান জানান এবং এই শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে জড়িত সকল শিক্ষক, সংসদ টেলিভিশনের সকল কলাকৌশলী এটুআই কে ধন্যবাদ জানান।

প্রত্যেক শিক্ষার্থী বাসায় বসেই টিভির মাধ্যমে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারবে। সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পাঠদান কার্যক্রম চলবে। বিকাল ২টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সেই ক্লাসসমূহ আবার পুনঃপ্রচার করা হবে। তাছাড়া ক্লাসসমূহ আমার ঘরে আমার স্কুল ফেস বুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে পাওয়া যাবে। যদি কোনো শিক্ষার্থী কোনো ক্লাস দেখতে না পারেন তাহলে সে উল্লিখিত ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে ক্লাসটি দেখতে পারবেন।

শিক্ষক ক্লাস শেষে পাঠদানকৃত বিষয়ের ওপর বাড়ির কাজ প্রদান করবে। প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীরা আলাদা খাতায় তারিখ অনুযায়ী বাড়ির কাজ সম্পন্ন করবে এবং স্কুল খোলার পর সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে জমা দেবে। বাড়ির কাজের ওপর প্রাপ্ত নম্বর ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

#

খায়ের/সেলিম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৯১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৭

**১২ হাজার ৫শ’ পরিবারকে ত্রাণ দিলেন পানিসম্পদ উপমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

শরীয়তপুরে করোনা প্রতিরোধে ঘরে বন্দি প্রায় ১২ হাজার ৫শ’ অসহায় পরিবারকে ত্রাণ দিলেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম। আজ সকাল ১১টায় শরীয়তপুরের নড়িয়া ও সখিপুর থানার অসহায় পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ৫ কেজি চাল ও ডাল বিতরণ করেন উপমন্ত্রী শামীম।

পরে নড়িয়া উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ আয়োজিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ডাক্তারদের সাথে মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে উপমন্ত্রী শামীম বলেন, দেশের এই সংকটে কোনো মানুষ যাতে কষ্টে না থাকে সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ আজ ঘরে অবস্থান করছে। এ সংকটে জেলার যেকোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জেলা প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করবে।

বাংলাদেশে করোনা প্রকোপ লাঘবের আশাবাদ ব্যক্ত করে সাবেক এই ছাত্রনেতা বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আল্লাহ আমাদের দেশকে সুরক্ষিত করবেন। সবাইকে সচেতন ও ঘরে অবস্থান করতে উৎসাহিত করুন।

মতবিনিময় সভায় উপমন্ত্রীকে জেলার করোনা প্রকোপের সর্বশেষ তথ্য জানান জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সংশ্লিষ্টরা। এ সময় জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ছাবেদুর রহমান খোকা শিকদার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার তানভীর আল নাসের উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত কয়েক দিনে সহস্রাধিক পিপিই-সহ ১২ হাজার মাস্ক, এক হাজার হ্যান্ডগ্রাভস ও হেক্সাসল-সহ জরুরি ঔষধ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও আশরাফুন্নেসা ফাউন্ডেশন থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

#

আসিফ/সেলিম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৬

**গুজব বিষয়ে সতর্ক থাকতে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রীর আহ্বান**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার এবং হোয়াটস অ্যাপসসহ বিভিন্ন সামাজিক  যোগাযোগ  মাধ্যমে    মহল  বিশেষের  ১০ জিবি ইন্টারনেট ফ্রি‘ সংক্রান্ত একটি স্ট্যাটাসের প্রতি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

স্ট্যাটাসটিতে বলা হয়েছে ‘শেখ হাসিনার সরকার ১০ জিবি ইন্টারনেট দিচ্ছে ৩০ দিনের জন্য একদম ফ্রি। শুধু এই মেসেজটি ২৯ জনকে শেয়ার করুন ও ২ মিনিট পর ব্যালেন্স চেক করুন। প্রথমে আমিও বিশ্বাস করিনি, আমার বন্ধু পেয়েছে, তার পর আমি শেয়ার করেছি, আমিও পেয়েছি’।

বিষয়টি একেবারেই সত্য নয়। এটি মহল বিশেষের অসৎ উদ্দেশ্যে প্রচারিত একটি গুজব। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব সৃষ্টিকারীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করছে। মন্ত্রী যে কোনো গুজব থেকে সতর্ক থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

#

শেফায়েত/সেলিম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৫

**কভিড-১৯ প্রতিরোধে প্রচারণা চালাচ্ছে কমিউনিটি রেডিওসমূহ**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সচেতন করতে ১৬টি কমিউনিটি রেডিও একযোগে বিরতিহীনভাবে করোনা ভাইরাস বিষয়ে সম্প্রচার করছে বিশেষ অনুষ্ঠান। কভিড-১৯ মোকাবিলায় জাতীয় প্রস্তুতি পরিকল্পনা এবং এ বিষয়ে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির সাথে সমন্বয় করে কৌশলগত প্রস্তুতি ও এ দুর্যোগ মোকাবেলায় করণীয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে অনুষ্ঠান নির্মাণের দিক-নির্দেশনাসহ সম্প্রচাররত কমিউনিটি রেডিও স্টেশনগুলোতে প্রেরণ করছে। এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কমিউনিটি রেডিওগুলো করোনা ভাইরাস প্রতিরোধমূলক রেডিও অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার করছে।

করোনা ভাইরাস নিয়ে কমিউনিটি রেডিওগুলো সম্মিলিতভাবে প্রতিদিন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। গ্রামীণ জনগণকে করোনা ভাইরাসের মহামারী সম্পর্কে অবহিত করা নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ, সরকার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, জনগণের জীবন-জীবিকা স্বাভাবিক রাখা এবং স্থানীয় বাজার, নাগরিক সমাজের সংগঠন এবং সরকারকে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য মবিলাইজ করা।

কমিউনিটি রেডিওগুলোর সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হলো- করোনা ভাইরাস কি? কেন ছড়ায়, কিভাবে ছড়ায়, রোগীর লক্ষণ, চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে জনসাধারণকে তথ্য প্রদান করা। পাবলিক সার্ভিস অ্যানাউন্সমেন্ট (পিএসএ), কথিকা, স্পট, জিঙ্গেল, নাটিকা, আলোচনা, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এ সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংক্রমণ কিভাবে ছড়ায়, সংক্রমণের সাধারণ লক্ষণসমূহ এবং প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করা।

কমিউনিটি রেডিওগুলোতে নিয়মিত করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কি কি করণীয় সে সংক্রান্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ফলে গ্রামীণ জনপদে যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিলো তা কমতে শুরু করেছে, শ্রোতারা ফোন কল এবং ক্ষুদে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সময় বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে উত্তর জানতে পারছে, পাশাপাশি কভিড-১৯: ফোকালরা স্থানীয় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটির বিভিন্ন তথ্য ও নির্দেশনা সংগ্রহ করে সম্প্রচার করছে, যার ফলে একটি সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সাথে একটি জোরালো সমন্বয় গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত এই সচেতনতামূলক সম্প্রচার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৬টি কমিউনিটি রেডিও হলো রেডিও পদ্মা ৯৯.২এফএম, রেডিও নলতা ৯৯.২এফএম, লোকবেতার ৯৯.২এফএম, রেডিও পল্লীকন্ঠ ৯৯.২এফএম, রেডিও সাগরগিরি ৯৯.২এফএম, রেডিও মহানন্দা ৯৮.৮এফএম, রেডিও মুক্তি ৯৯.২এফএম, রেডিও চিলমারী ৯৯.২এফএম, রেডিও ঝিনুক ৯৯.২এফএম, কৃষি রেডিও ৯৮.৮এফএম, রেডিও নাফ ৯৯.২এফএম, রেডিও বিক্রমপুর ৯৯.২এফএম, রেডিও মেঘনা ৯৯.০ এফএম , রেডিও সাগরদ্বীপ ৯৯.২এফএম, রেডিও সারাবেলা ৯৮.৮এফএম, রেডিও বড়াল ৯৯.০ এফএম।

বিএনএনআরসি ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি মনিটরিং টিম গঠন করেছে। এই টিমের কাজ হলো পুরো পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে ১৬ টি কমিউনিটি রেডিও স্টেশনকে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা। এই কমিটির সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মার্ক মানস সাহা, জরুরি ও প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য মোবাইল নং- ০১৭১২১৪৪১৮০ এবং সধৎশ@নহহৎপ.হবঃ ঠিকানায় যোগাযোগ করা যেতে পারে মর্মে জানানো হয়েছে।

#

বজলু/সেলিম/মোশারফ/রেজাউল/২০২০/১৮৪২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬৩

**বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে দিচ্ছে ডাক বিভাগ**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

করোনা ভাইরাসের চিকিৎসা সরঞ্জাম, পিপিই, কিট্স-সহ গণসচেতনতামূলক লিফলেট বিনা মাশুলে দেশব্যাপী দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে ডাক বিভাগ।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারের নির্দেশনায় ডাক বিভাগ শনিবার থেকে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। রাজধানীর তেজগাঁও কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে দেশের ৬৪টি জেলায় সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ডাক বিভাগের কাভার্ড ভ্যানের মাধ্যমে এসকল চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়া হচ্ছে।

এছাড়া টেলিযোগাযোগ বিভাগ ইন্টারনেট ও টেলিফোন সেবাকে জরুরি সেবার অন্তর্ভুক্ত করে ২৪ মার্চ আদেশ জারি করেছে। নির্দেশনার আলোকে বৈশ্বিক এই দুর্যোগের সময়ে ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারসহ ইন্টারনেট ও টেলিকম সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিশেষ করে টেলিটক ও বিটিসিএল দেশে নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল সেবা নিশ্চিত করতে কাজ করছে।

#

শেফায়েত/মাসুম/জয়নুল/২০২০/১৫৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৬২

**করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত সতর্কতা**

**বাসায় কোয়ারেনটাইনে থাকার নিয়মাবলী**

ঢাকা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ) :

বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময়ে কয়েকটি নিম্নলিখিত নির্দেশনা মেনে চলতে অনুরোধ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

এতে বলা হয়েছে-

* বাড়ির অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকুন। সম্ভব না হলে, অন্যদের থেকে অন্তত ১ মিটার (৩ ফুট) দূরে থাকুন (ঘুমানোর জন্য পৃথক বিছানা ব্যবহার করুন)।
* আলো বাতাসের সুব্যবস্থা সম্পন্ন আলাদা ঘরে থাকুন এবং অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা থাকুন।
* যদি সম্ভব হয় তাহলে আলাদা গোসলখানা এবং টয়লেট ব্যবহার করুন।  সম্ভব না হলে, অন্যদের সাথে ব্যবহার করতে হয় এমন স্থানের সংখ্যা কমান ও ঐ স্থানগুলোতে জানালা খুলে রেখে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন।
* বুকের দুধ খাওয়ান এমন মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন। শিশুর কাছে যাওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন এবং ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* আপনার সাথে কোনো পশু/পাখি রাখবেন না।
* বাড়ির অন্য সদস্যদের সঙ্গে একই ঘরে অবস্থান করলে, বিশেষ করে এক মিটারের মধ্যে আসার সময় মাস্ক ব্যবহার করা উচিত।
* প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করুন।
* মাস্ক পরে থাকাকালীন এটি হাত দিয়ে ধরা থেকে বিরত থাকুন।  মাস্ক ব্যবহারের সময় প্রদাহের (সর্দি, থুতু, কাশি, বমি ইত্যাদি) সংস্পর্শে আসলে সঙ্গে সঙ্গে মাস্ক খুলে ফেলুন এবং নতুন মাস্ক ব্যবহার করুন।  মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে ফেলুন এবং সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিন।
* টিস্যু পেপার ও মেডিক্যাল মাস্ক ব্যবহারের পর ঢাকনাযুক্ত ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলুন।
* ব্যক্তিগত ব্যবহারসামগ্রী অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।
* আপনার খাওয়ার বাসনপত্র- থালা, গ্লাস, কাপ ইত্যাদি, তোয়ালে, বিছানার চাদর অন্য কারো সাথে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করবেন না।  এসব জিনিসপত্র ব্যবহারের পর সাবান-পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করে ফেলুন।
* চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার কোয়ারেন্টাইন  শেষ হবে। চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত মতে একজন হতে অন্যজনের কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা আলাদা হতে পারে। তবে, এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে এ সময়সীমা ১৪ দিন।
* কোয়ারেন্টাইনেকালে  সকলের সাথে ফোন/মোবাইল/ ইন্টারনেটের সাহায্যে যোগাযোগ রাখুন।
* শিশুকে তার জন্য প্রযোজ্যভাবে বোঝান। তাদের পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রী দিন এবং খেলনাগুলো খেলার পরে জীবাণুমুক্ত করুন।

চলমান পাতা

-২-

* আপনার দৈনন্দিন রুটিন, যেমন- খাওয়া, হালকা ব্যায়াম ইত্যাদি মেনে চলুন।
* সম্ভব হলে বাসা থেকে অফিসের কাজ করতে থাকুন।
* বইপড়া, গান শোনা, সিনেমা দেখা অথবা উপযুক্ত নিয়মগুলোর সাথে পরিপন্থী নয় এমন যেকোনো  বিনোদনমূলক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করুন বা ব্যস্ত রাখুন।
* পরিবারের সদস্য যারা সুস্থ আছেন এবং যাদের দীর্ঘমেয়াদি রোগসমূহ (যেমন : ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ক্যানসার, অ্যাজমা প্রভৃতি) নেই, এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচর্যাকারী হিসেবে নিয়োজিত হতে পারেন। তিনি ঐ ঘরে বা পাশের ঘরে থাকবেন, অবস্থান বদল করবেন না।  কোয়ারেন্টাইনে আছেন এমন ব্যক্তির সাথে কোনো অতিথিকে দেখা করতে দিবেন না।
* পরিচর্যাকারী খালি হাতে ঐ ঘরের কোনো কিছু স্পর্শ করবেন না।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে বাতাস  ঘরে ঢুকলে; খাবার তৈরির আগে ও পরে; খাবার আগে; টয়লেট ব্যবহারের পরে; গ্লাভস পরার আগে ও খোলার পরে; যখনই হাত দেখে নোংরা মনে হলে করার পর প্রতিবার দুই হাত পরিষ্কার করবেন।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির ব্যবহৃত বা তার পরিচর্যায় ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস, টিস্যু ইত্যাদি অথবা অন্য আবর্জনা ঐ রুমে রাখা ঢাকনাযুক্ত ময়লার পাত্রে রাখুন। এসব আবর্জনা উন্মুক্ত স্থানে না ফেলে পুড়িয়ে ফেলুন।
* ঘরের মেঝে, আসবাবপত্রের সকল পৃষ্ঠতল, টয়লেট ও বাথরুম প্রতিদিন অন্তত একবার পরিষ্কার করুন। পরিষ্কারের জন্য ১ লিটার পানির মধ্যে ২০ গ্রাম (২ টেবিল চামচ পরিমাণ)  ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে দ্রবণ তৈরি করুন।  ঐ দ্রবণ দিয়ে উক্ত সকল স্থান ভালোভাবে মুছে ফেলুন।  তৈরিকৃত দ্রবণ সর্বোচ্চ ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিকে নিজের কাপড়, বিছানার চাদর, তোয়ালে ইত্যাদি ব্যবহৃত কাপড় গুঁড়া সাবান/ কাপড় কাচা সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে বলুন এবং ভালোভাবে শুকিয়ে ফেলুন।
* নোংরা কাপড় একটি লন্ড্রি ব্যাগে আলাদা রাখুন। মল-মূত্র বা নোংরা লাগা কাপড় ঝাঁকাবেন না এবং নিজের শরীর বা কাপড়ে যেন না লাগে তা খেয়াল করুন।
* কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় কোনো উপসর্গ দেখা দিলে (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট এর বেশি জ্বর/ কাশি/সর্দি/গলাব্যথা/শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি), অতি দ্রুত আইইডিসিআর-এর হটলাইন নম্বরে অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং পরবর্তী করণীয় জেনে নিন।

#

মাসুম/শামীম/২০২০/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২৬১

**খুলনায় নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ**

(বটিয়াঘাটা) খুলনা, ১৫ চৈত্র (২৯ মার্চ):

খুলনায় করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে কর্মসংকটে থাকা নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছে জেলা প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ‘মানবিক সহায়তা কর্মসূচির’ আওতায় গত রাতে বটিয়াঘাটা উপজেলার জলমা ইউনিয়নে ঘরে ঘরে যেয়ে হতদরিদ্র, দিনমজুর ও কর্মসংকটে থাকা একশ’টি পরিবারের মাঝে চাল, ডাল, তেল, আলু, সাবান-সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হেলাল হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

করোনাভাইরাস সংক্রমণরোধে জনসমাগম এড়াতে খুলনা জেলা প্রশাসন এ ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ গ্রহণ করে।

#

মিজান/মাসুম/জয়নুল/শামীম/২০২০/১২৫০ ঘণ্টা